ঐতিহ্য ও আধুনিকতায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

এ.এম. আমিন উদ্দিন
অ্যাটর্নি জেনারেল, বাংলাদেশ

নানামাত্রিক সংস্কার ও আধুনিকরণকৃত বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতির এজলাস কক্ষে পুনরায় বিচারিক কার্যক্রমের সূচনা উপলক্ষে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারপতিগণের সমন্বয়ে গঠিত Ceremonial Bench-এ উপস্থিত বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি জনাব ওবায়দুল হাসান, সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগের মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, সাবেক প্রধান বিচারপতিবৃন্দ, সাবেক বিচারপতিবৃন্দ, সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি জনাব এ.এম. মাহবুবউদ্দিন খোকন, সম্পাদক জনাব শাহ মঞ্জুরুল হক, সাবেক সভাপতি ও সম্পাদকবৃন্দ, সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবীসহ উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীবৃন্দ, বিজ্ঞ অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেলবৃন্দ, সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেলবৃন্দ, বিজ্ঞ আইন কর্মকর্তাগণ, উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ার সাংবাদিক বন্ধুগণ, আসসালামু আলাইকুম, শুভ অপরাহ্ন ও শুভেচ্ছা।

বক্তব্যের শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বাংলাদেশের জাতির পিতা, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, পঁচাত্তরের পনেরই আগস্ট বঙ্গবন্ধু পরিবারের শাহাদাত বরনকারী সকল সদস্যদের, গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, মুক্তিযুদ্ধে নির্যাযিতা মা-বোনদের, মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী শহীদ আইনজীবীদের। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মরহুম প্রাজ্ঞ বিচারপতিদের, যাঁদের প্রজ্ঞাপূর্ণ রায়ে বাংলাদেশের বিচার বিভাগ সমৃদ্ধ হয়েছে ও স্মরণ করছি মরহুম বিজ্ঞ আইনজীবীদের, যাঁরা আমাদের আলোর দিশা দেখিয়েছেন। আমি অবিভূত হচ্ছি এই কারণে যে, আজকে এখানে আমাদের সঙ্গে অনেক সাবেক বিচারপতি রয়েছেন। তাঁদের অনেকেই নিজ কর্মযোগ্যতা, মেধা, সততা ও দক্ষতায় বিচারপতির আসনে আসীন হয়েছিলেন। সেই দায়িত্ব সফলতার সাথে পালন শেষে তাঁরা আবার আইনজীবীদের সঙ্গে আজ এখানে আসন গ্রহণ করেছেন।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি, ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্টের ১৩ ধারার অধীনে রাজাকে সনদের মাধ্যমে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে একটি সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। সে অনুযায়ী ১৭৭৪ সালের ২৬শে মার্চ রাজা তৃতীয় জর্জ একটি সনদের মাধ্যমে কলকাতায় সুপ্রীম কোর্ট স্থাপন করেন। এভাবেই এই উপমহাদেশের সুপ্রীম কোর্টের সূচনা হয়। সনদের মাধ্যমে স্যার এলিজা ইমপে প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ পান। রাজা নন্দ কুমারের সেই বিখ্যাত ও বিতর্কিত মামলার বিচার এই আদালতে হয়েছিল। ১৭৭৫ সালের ১৫ জুন মধ্যরাত পর্যন্ত শুনানী গ্রহণ করে ১৬ জুন ভোরে প্রধান বিচারপতি ইমপে রাজা নন্দ কুমারকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করে রায় ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে ১৮৬১ সালের ভারতীয় হাইকোর্টস অ্যাক্টের আওতায় সনদের মাধ্যমে ১৮৬২ সালের ২ জুলাই কলকাতায় হাইকোর্টের কার্যক্রম শুরু হয়। একই আইনের ক্ষমতাবলে বোম্বে ও মাদ্রাজ হাইকোর্টও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের অধীনে হাইকোর্ট অব বেঙ্গল (অর্ডার), ১৯৪৭ জারি করা হয় এবং এর অধীনে ঢাকায় হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৩ সালের ৬ই ডিসেম্বর ঢাকা হাইকোর্ট ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ইমাম হোসেন চৌধুরী। ১৯৬৮ সালের ২৪শে জুন সেই ভবন উদ্বোধনের পর হাইকোর্টের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ পাকিস্তানীদের শোষন ও বঞ্চনা থেকে মুক্ত হওয়ার পর ১৯৭২ সালে আমাদের এই সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি, আজ আমি এখানে উপস্থিত হয়ে অভিভূত হচ্ছি। কারণ আইনজীবী হিসাবে পথ চলার প্রারম্ভিক সময়ে আমি যে সকল মহান বিচারপতিদের দূর থেকে দেখেছিলাম, যাঁদের প্রজ্ঞা ও দক্ষতা দেখে আইন পেশার প্রতি আমাদের আগ্রহ গভীরতর হয়েছিলা, তাঁদের অনেকেই আজ আমাদের সঙ্গে এই আদালতে উপস্থিত রয়েছেন। উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতিগনসহ সাবেক অন্যান্য বিচারপতিগন। এখানে শারীরিক কারণে অনেক সাবেক মাননীয় প্রধান বিচারপতি উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাঁদের মধ্যে অন্যতম বিচারপতি জনাব এ.টি.এম. আফজাল, বিচারপতি জনাব মো. ফজলুল করিম ও বিচারপতি জনাব এ.বি.এম. খায়রুল হক। আমাদের বরনীয় ও স্মরনীয় বিচারপতিদের রায়ে বাংলাদেশের বিচার অঙ্গন হয়েছে সমৃদ্ধ। মহান বিচারপতিদের সেসব বিশ্লেষণধর্মী ও জ্ঞানগর্ভ রায় আইনের জগতের আলোকবর্তিকা, যা আপনাদের হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে।

আমি পেশাগত জীবনের শুরুতে যেসব সিনিয়র আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক ও আইনের বিশ্লেষন দেখে মুদ্ধ হতাম তাঁদের মধ্যে অন্যতম হিসাবে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি প্রয়াত সিনিয়র আইনজীবী সবিতা রঞ্জন পাল, এম.এইচ. খন্দকার, আসরারুল হোসেন, খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমাদ, সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, সিরাজুল হক, আমিনুল হক, মাহমুদুল ইসলাম, কে.এস. নবী, এম.এ. মালেক, মো. নুরুল্লাহ, শওকত আলী খান, টি.এইচ.খান, রফিক-উল-হক, ড. রফিকুর রহমান, ড. এম. জহির, মাহবুবে আলম, আবদুল বাসেত মজুমদার ও ওজায়ের ফারুকের নাম।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি, ১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এক রক্ষক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তানীদের শোষনের যাতাকল থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হলো। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য জীবনের দীর্ঘ সময় কারান্তরীন ছিলেন। তিনি কারাবন্দী থাকাকালীন বিচার ব্যবস্থাকে খুব নিকট থেকে দেখেছেন। আর তাইতো মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য তিনি ছিলেন সদা সোচ্চার। মানুষের অধিকার সুনিশ্চিত

করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের এক বৎসরের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করেন। ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর খসড়া সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত ও পাস হয় এবং একই বৎসরের ১৬ ডিসেম্বর সংবিধান কার্যকর হয়।

মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ ও বিজ্ঞ আইনজীবী বন্ধুগণ, বাংলাদেশের এই সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের সঙ্গে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অধীনে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে মানুষের জন্য আইনের শাসন ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১৮ ডিসেম্বর আমাদের এই সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গনে বঙ্গবন্ধুর স্মারকসৌধ, 'স্মৃতি চিরঞ্জীব' যেখানে নির্মিত হয়েছে, সেই স্থানে দাঁড়িয়ে, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট উদ্বোধন করেন। সেদিনের ভাষণে প্রতিফলিত হয়েছিল বিচার বিভাগ ও আইনের শাসনের প্রতি বঙ্গবন্ধুর অকৃত্রিম ভালবাসা। বঙ্গবন্ধু সেদিনের সেই ভাষণে এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "আইনের শাসনে আমরা বিশ্বাস করি এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই অনেক আমরা সংগ্রাম করেছি এবং এই আইনের শাসনের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনেক মানুষের রক্ত দিতে হয়েছে। বাংলাদেশে আইনের শাসনই প্রতিষ্ঠিত হবে। সেজন্যই শাসনতন্ত্র এত তাড়াতাড়ি দিয়েছিলাম।...আমরা আইনের শাসনে বিশ্বাস করি। আপনারা আইনের শাসন পরিচালনা করবেন।"

মাননীয় প্রধান বিচারপতি, আমাদের সংবিধান কয়েকটি মৌলিক কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আছে। সংবিধানের সেই মৌলিক কাঠামো মানার তাগিদ দিয়ে বঙ্গবন্ধু সেদিন বলেছিলেন, "...আইনের শাসন করতে হলে, আমাদের শাসনতন্ত্রের মধ্যে যে মৌলিক জিনিস রয়েছে সেটাকে মেনে নিয়েই করতে হবে বলে বিশ্বাস করি। আমি আইনজীবী নই, আপনারা আইনজীবী, আপনারা বুদ্ধিজীবী, আপনারা ভালো বুঝেন। আমি আইনজীবী কোনোদিন হতে পারি নাই, তবে আসামী হওয়ার সৌভাগ্য আমার যথেষ্ট হয়েছে জীবনে। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে দেশের শাসনতন্ত্রকে যাতে উপযুক্ত ব্যবহার করা হয়, সেদিকে আপনারা নজর রাখবেন।--আইনের শাসন এদেশে হবে এবং আমাদের শাসনতন্ত্র যে হয়েছে, আমরা চেষ্টা করব সকলে মিলে চেষ্টা করব যাতে এটার যে আদর্শ দেয়া হয়েছে আদর্শকে রক্ষা করা এবং এখানে সুপ্রীম কোর্টের অনেক দায়িত্ব রয়েছে এবং আপনাদের যে সাহায্য সহযোগিতা প্রয়োজন, আপনারা সেটা পাবেন।"

মাননীয় প্রধান বিচারপতি, বঙ্গবন্ধু সুপ্রীম কোর্টের এখতিয়ার প্রসঙ্গে তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, "আইনের মধ্যে যদি গোলমাল হয়, সেখানে আপনাদের সংশোধন করার ক্ষমতা রয়েছে। মনে করেন, তাতে পরিপূর্ণতা হচ্ছে না-আপনাদের ক্ষমতা রয়েছে নতুন আইন পাশ করা। এমন আইন পাশ করা উচিত হবে না দেশের মধ্যে রেষারেষি সৃষ্টি হয়।"

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন বঙ্গবন্ধু। সুপ্রীমকোর্ট উদ্বোধনের ভাষণে বিচারপতিদের উদ্দেশ্যে জাতির পিতা বলেছিলেন, "...আমরা এটা বিশ্বাস করি যে, জুডিশিয়ারি সেপারেট হবে এক্সিকিউটিভ থেকে।... আপনাদের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। কেউ কোনদিন হস্তক্ষেপ করবে না আপনাদের অধিকারের উপরে। সে সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন...।" বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আপনাদের কোনো কাজে আমরা ইন্টারফেয়ার করতে চাই না। আমরা চাই যে, দেশে আইনের শাসন কায়েম হউক।"

মাননীয় প্রধান বিচারপতি, বঙ্গবন্ধু সেদিন বক্তব্য শেষ করেছিলেন সুপ্রীম কোর্টের কাছে দেশের মানুষ যেন সুবিচার পায় সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে। তিনি বলেছিলেন, "এত বিপদ আপদ, এত অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্টের মধ্যে শাসনতন্ত্র দিয়েছি। এত তাড়াতাড়ি এজন্য দিয়েছি যে আইনের শাসনে বিশ্বাস করি এবং সেজন্যে শাসনতন্ত্র দেয়া হয়েছে। আশা করি আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। আমাদের শাসনতন্ত্র হয়েছে যার জন্য বহু রক্ত গেছে- এ দেশে আজ আমাদের সুপ্রীম কোর্ট হয়েছে। যার কাছে মানুষ বিচার আশা করে।"

মাননীয় প্রধান বিচারপতি, বঙ্গবন্ধু দেশে আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও মানুষের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার সুন্দর স্বপ্ন ও প্রত্যাশা নিয়ে বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্নকে নস্যাৎ করার জন্য ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সেই নির্মম হত্যাকান্ডের বিচারের পথও ইন্ডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে রুদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের সুপ্রীম কোর্ট Shahriar Rashid Khan vs. Bangladesh, 49 (1997) 133 মামলার রায়ে ইন্ডেমনিটি অধ্যাদেশকে সংবিধান পরিপন্থী ঘোষণা করে রায় প্রদান করেন। ফলে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের বাঁধা দূর হয়। আমাদের সুপ্রীম কোর্টে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চুড়ান্ত বিচার শেষে হত্যাকারীদের অনেকের ফাঁসি কার্যকর হয়েছে।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি, প্রতিষ্ঠার পর অর্ধ শতাব্দীর বেশী সময়ের পথ পরিক্রমায় বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট সাংবিধানিক বিষয়সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যুগান্তকারী রায় প্রদান করে বাংলাদেশের বিচার বিভাগকে সমৃদ্ধ করেছেন। এসব মামলার মধ্যে অন্যতম হলো-Anwar Hossain Chowdhury vs. Bangladesh, 41 DLR (AD) 165, যা সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী মামলা হিসাবে সমধিক পরিচিত। এ মামলায় সুপ্রীম কোর্ট Scope and Extent of Amending Power, Doctrine of Basic Structure, Unitary Character of the State-এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর একটি অংশ বাতিল ঘোষণা করেন। সুপ্রীম কোর্ট এ মামলার রায়ে বলেছেন, "Parliament being a legislative body is devoid of constituent power to amend the provisions of the constitution in derogation of the basic conception so as to destroy the Constitution."

সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী মামলায় (Khondker Delwar vs. Italian Marble Works, 62 DLR (AD) 298) সুপ্রীম কোর্ট সামরিক শাসকের ক্ষমতা গ্রহণ, সংবিধান স্থগিত ও পরিবর্তনকে Extra Constitutional Adventure আখ্যা দিয়ে অবৈধ ঘোষণা করে বলেছেন, "Our total disapproval of Martial Law and suspension of the

Constitution or any part thereof in any form. The perpetrators of such illegalities should also be suitably punished and condemned so that in future no adventurist, no usurper, would dare to defy the people, their Constitution, their Government, established by them with their consent. However, it is the Parliament, which can make law in this regard. Let us bid farewell to all kinds of constitutional adventure forever." পরবর্তীতে জেনারেল এইচ.এম. এরশাদের সামরিক শাসনকে বৈধতা দিয়ে জারিকৃত সংবিধানের সপ্তম সংশোধনীকেও Siddique Ahmed vs. Bangladesh, 65 DLR (AD) 8 মামলায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের মূল কাঠামোর পরিপন্থী হিসাবে বাতিল ঘোষণা করেন।

আমাদের সুপ্রীম কোর্ট Ministry of Finance vs. Masdar Hossain, 52 DLR (AD) 82 মামলায় নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের রায় প্রদান করেন। রায়ে Judicial Service কে Civil and Administrative Service থেকে আলাদা ঘোষণা করা হয়েছে। এই রায়ে বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে সংবিধানের অন্যতম Basic Pillar আখ্যা দিয়ে সুপ্রীম কোর্ট বলেছেন, "The independence of judiciary, as affirmed and declared by Article 94 (4) and 116A, is one of the basic pillars of the Constitution and cannot be demolished, whittled down, curtailed or diminished in any manner whatsoever, except under the existing provisions of the Constitution".

মাননীয় প্রধান বিচারপতি, বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য মৌলিক অধিকারসমূহের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। কিন্তু গরীব, অসহায় অনেক মানুষ এসব অধিকার বলবৎ করার জন্য আইন আদালতের আশ্রয় লাভের সুযোগ পায় না। সেই সকল অধিকার বঞ্চিত, ক্ষতিগ্রস্থ অসহায় মানুষদের পক্ষে তাদের অধিকার সুরক্ষার জন্য কোনো মানবাধিকার সংগঠন, মানবাধিকার কর্মী বা উপযুক্ত ব্যক্তির মামলা দায়েরের সুযোগ ছিলনা। কিন্তু Dr. Mohiuddin Farooque vs. Bangladesh, 49 DLR (AD) 1 মামলায় সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদে "person aggrieved" এর পরিধি বিস্তৃত করেন। Public wrong, public injury অথবা invasion of fundamental right of an indeterminate number of people-এর পক্ষে যে কোনো ব্যক্তি অথবা সংগঠন 'সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি' হিসাবে সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের আলোকে প্রতিকার চাইতে পারবেন। এভাবে সুপ্রীম কোর্ট জনস্বার্থ মামলা দায়েরের এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে। ফলে বঞ্চিত ও অসহায় মানুষের আইনের আশ্রয় লাভের পথ উন্মোচিত হয়।

ধর্মভীরু, স্বল্প শিক্ষিত, সহজ-সরল মানুষদের উপর মধ্যযুগীয় কায়দায় "ফতোয়া" দিয়ে শাস্তি প্রদান এদেশে একটি ব্যাধিতে পরিনত হয়েছিল। Tayeb vs. Bangladesh (67 DLR (AD) 57) মামলায় সুপ্রীম কোর্ট শালিসের মাধ্যমে দেওয়া তথাকথিত ফতোয়াকে অবৈধ ঘোষনা করে রায় প্রদান করেন। রায়ে আদালত বলেছেন, ফতোয়ার নামে কাউকে কোনো শারীরিক অথবা মানসিক শাস্তি প্রদান করা যাবে না। কোনো ব্যক্তির অধিকার, সুনাম বা মর্যাদা ক্ষুন্ন করে কেউ কোনো ফতোয়া জারি করতে পারবে না।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি, হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ বনাম বাংলাদেশ, 27 BLT Special Issue-2 Page 1 মামলায় আমাদের সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ তুরাগ নদীকে 'আইনি ব্যক্তি', 'আইনি সত্ত্বা' এবং 'জীবন্ত সত্ত্বা' ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশের সকল নদ-নদীকেও আদালত একই মর্যাদা প্রদান করেছেন। এর আগে আমাদের আদালত Human Rights and Peace for Bangladesh vs. Banglaadesh, 14 BLC 759 মামলায় ঢাকার চারপাশে অবস্থিত বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষা নদী রক্ষায় যুগান্তকারী রায় প্রদান করেছিলেন। হাইকোর্ট সেই রিট আবেদনটিকে continuing mandamus হিসাবে ঘোষণা করেছেন, যাতে নদী রক্ষায় যে কোনো সময় আদালতে আবেদন করা যায়। এভাবে আমাদের বিচার বিভাগ পরিবেশ ও নদী রক্ষায় যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছেন।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি, আমাদের সর্বোচ্চ এই আদালত এছাড়াও আরও অনেক মামলায় সংবিধান সমুন্নত করে যুগান্তকারী রায় প্রদান করেছেন। এসবের মধ্যে অন্যতম হলো Bangladesh vs. Idrisur Rahman, 29 BLD (AD) 79 মামলা। এ মামলায় আমাদের আপীল বিভাগ বলেছেন, "Consultation with the Chief Justice with primacy of his opinion is an integral part of independence of judiciary which is ingrained in the very concept of the independence of judiciary embedded in the principle of Rule of Law." Soya Protein Project Ltd. vs. Bangladesh, 6 BLC 681 মামলায় Legitimate Expectation বিষয়ে আমাদের আদালত রায় প্রদান করেছেন। পরবর্তীতে Bangladesh vs. Dr. Nurul Islam, 66 DLR (AD) 255 সহ অনেক মামলায় এই বিষয়ে সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়েছেন।

এছাড়া আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে যেসব ঘৃন্য রাজাকার, আলবদর, আলসামসসহ যুদ্ধাপরাধীরা মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছিল, আন্তর্জাতিক যুদ্ধপরাধ ট্রাইবুনালের বিচারে তাদের অনেকের সর্বোচ্চ দন্ড হয়েছিল। সেসব দন্ডের বিরুদ্ধে করা আপীলে আমাদের এই আদালত আইনের বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করে নিস্পত্তি করেছেন। আমাদের সুপ্রীম কোর্ট Sheikh Abdus Sabur vs. Returning Officer, 41 DLR (AD) 30 মামলায় আইনের চোখে সমতা ও ন্যয়পরায়নতার উপর মাইলফলক রায় প্রদান করেন। Abdul Latif Mirza vs. Bangladesh, 31 DLR (AD) 1 মামলায় সুপ্রীম কোর্ট নিবর্তণমূলক আটকাদেশের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করে সংবিধানে প্রদত্ত মানুষের মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন, "The action of Government and laws made by the legislature must not be arbitrary and must

be reasonable". বিচারপতি ডি.সি. ভট্টাচার্য Md. Shoib vs. Bangladesh মামলায় সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ননা করতে গিয়ে বলেছেন, "….the Constitution being the solemn expression of the will of the people, is the Supreme law of the Republic and all powers of the Republic and their exercise shall be effective only under, and by the authority of, the Constitution. This is a basic concept on which the modern states have been built up."

মাননীয় প্রধান বিচারপতি, মামলা জটে আজ আমাদের বিচার বিভাগ ভারাক্রান্ত। এ থেকে পরিত্রানের জন্য আমাদের উপায় বের করা প্রয়োজন এবং এ লক্ষ্যে কার্যকরী কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন জরুরী। তবে মাননীয় প্রধান বিচারপতি, আপনি ইতোমধ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আমরা দেখতে পাই, সার্কভুক্ত দেশেসমূহের মাননীয় প্রধান বিচারপতিদের নিয়ে আপনি কনফারেন্সের আয়োজন করেছেন। আপনি বিচার বিভাগের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এটির কার্যকর বাস্তবায়নসহ সময়োপযোগী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া এত বিশাল জনগোষ্ঠীর দেশে কেবলমাত্র আদালতের মাধ্যমে বিচারপ্রার্থীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা অনেকটাই অসম্ভব। তাই বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির প্রয়োগের পরিধি বিস্তৃত করে আদালতের উপর চাপ কমিয়ে স্বল্প সময়ে বিচারপ্রার্থীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি, দুর্নীতি আমাদের অর্জনসহ অগ্রগতি নস্যাৎ করে দিচ্ছে। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মতো এই দুর্নীতি আমাদের বিচার বিভাগে ছায়া ফেলার চেষ্টা করছে। কার্যকর monitoring, আধুনিকায়ন এবং জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করে দুর্নীতির এই ছায়া থেকে আমাদের বিচার বিভাগকে রক্ষা করতে হবে। আমাদের এই সুপ্রীম কোর্ট মানুষের বিচারের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। জাতির বিভিন্ন ক্রান্তিকালে এই সর্বোচ্চ বিচারালয় বাংলাদেশের সংবিধানের অভিভাবক হিসাবে সংবিধান ও আইনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করে আলোর দিশা দেখিয়েছে। মানুষের মৌলিক মানবাধিকার রক্ষা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় গৌরবোজ্জল ভূমিকা পালন করেছে। ভবিষ্যতেও আমাদের এই সর্বোচ্চ বিচারালয় সংবিধান ও মানুষের অধিকার রক্ষায় একইভাবে দায়িত্ব পালন করবে বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি, আজ এই এজলাসে আপনি তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভার্চুয়াল আদালত পরিচালনা করার সকল ব্যবস্থা রেখে আধুনিকতাকে আহবান করেছেন। এর ফলে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট স্মার্ট জুডিশিয়ারী প্রতিষ্ঠায় এক ধাপ এগিয়ে গেলো। এজন্য আমি আপনাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই। আমি অনুরোধ করব, আপনি আপিল বিভাগের প্রধান বিচারপতির এজলাসে অনলাইন ও হাইব্রিড পদ্ধতিতে বিচার কার্যের সূচনার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এতে আমাদের আইনজীবীরা অন্যান্য দেশের মতো আদালতের বাইরে, এমনকি বিদেশে বসেও মামলার শুনানিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

**নানামাত্রিক সংস্কার ও আধুনিকরণকৃত বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতির এজলাস কক্ষে পুনরায় বিচারিক কার্যক্রমের সূচনা উপলক্ষে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারপতিগণের সমন্বয়ে গঠিত Ceremonial Bench-এ ১০ জুন, ২০২৪ বাংলাদেশের মাননীয় অ্যাটর্নি জেনারেল আবু মোহাম্মদ আমিন উদ্দিনের প্রদত্ত বক্তব্য